মেহেরপুর ডিবি অভিযানে হেরোইনসহ মাদক ব্যবসায়ী আটক

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার মহাজনপুর এলাকায় অভিযান চালিয়ে হেরোইনসহ আনোয়ার হোসেন (৩৫) নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে ডিবি পুলিশের একটি দল।

শুক্রবার দুপুরে ৫ গ্রাম হেরোইনসহ তাকে আটক করা হয়। আটক আনোয়ার হোসেন চুয়াডাঙ্গা দামুড়হুদা থানার কানাইডাঙ্গা মসজিদ পাড়ার ফকির মল্লিকের ছেলে।

মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশের ওসি জুলফিকার আলী জানান, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মুজিবনগর উপজেলার মহাজনপুর এলাকায় এস আই (নি:) রুবেল আহমেদ এর নেতৃত্বে এএসআই (নি:) হেলাল উদ্দীন ও এএসআই (নি:) ইব্রাহিম বিশ্বাস সহ সঙ্গীয় ফোর্স অভিযান পরিচালনা করে আনোয়ার হোসেনকে আটক করা হয়।

এসময় তার কাছ থেকে ৫ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করা হয়। তার বিরুদ্ধে মুজিবনগর থানায় নিয়মিত মামলা রুজু হয়েছে। তার বিরুদ্ধে আরও দুইটি মাদকের মামলা বিচারাধীন আছে।

দর্শনায় ফেনসিডিলসহ এক মাদক ব্যবসায়ী গ্রেফতার: ৬ জনের বিরুদ্ধে মামলা

দর্শনা জয়নগরে মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করে ৪৭ বোতল ফেনসিডিলসহ খালেদুর রহমান ওরফে টিটো শেখ (২৯) নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। সে মাগুরা সদর উপজেলার নিজানান্দুয়ালী পূর্বপাড়ার আ. রশিদ হোসেনের ছেলে। এসময় পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে পালিয়েছে অন্য মাদক ব্যবসায়ীরা। এবিষয়ে দর্শনা

থানায় ৫জনকে পালাতক আসামী করে ৬জনের বিরুদ্ধে মাদক আইনে মামলা দায়ের করেছে পুলিশ।

পুলিশ জানায়, গত বুধবার ভোর পৌনে ৫টার দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানতে পেয়ে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ মাহাব্বুর রহমান কাজলের নেতৃত্বে থানার এসআই খাঁন আ. রহমান, এসআই সিহাব উদ্দিন, এএসআই আনোয়ারুল হক ও এএসআই মাসুদুর রহমান সহ সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করেন দর্শনার সীমান্তবর্তী জয়নগর গ্রামের পশ্চিমপাড়াস্থ জামে মসজিদের পার্শ্বে পাকা রাস্তার উপর।

এসময় পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে মাদক ব্যবসায়ীরা পালানোর চেষ্টাকালে খালেদুর রহমান ওরফে টিটো শেখ (২৯) নামের একট মাদক ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করেন। গ্রেফতারকৃত আসামীর পিঠে ঝুলানো একটি কালো রংয়ের স্কুল ব্যাগের মধ্যে তল্লাসী চালিয়ে ৪৭ বোতল ভারতীয় নিষিদ্ধ মাদকদ্রব্য ফেনসিডিল উদ্ধার করেন।

এসময় মাদক ব্যবসায়ীর দখল হতে রেজিষ্ট্রেশন বিহীন একটি লাল, কালো ও সাদা রংয়ের ১৬০ সিসি পালসার মোটরসাইকেল জব্দ করেন।

এবিষয়ে পালিয়ে যাওয়া আরও ৫জনকে পালাতক আসামী করে দর্শনা থানায় ৬ জনের বিরুদ্ধে মাদক আইনে মামলা দায়ের করেছেন পুলিশ। পালাতক আসামী হলেন, মাগুরা সদর উপজেলার নিজানান্দুয়ালী গ্রামের মুজিবরের ছেলে মিলন (৩০), দর্শনা জয়নগর গ্রামের আজাদ আলীর ছেলে মাগরিব আলী (৪১), জলিলের ছেলে আ.রশিদ (৪০), আব্দুল করিম ওরফে কালুর ছেলে হেলাল উদ্দিন (৩৮) ও সাবেক কাউন্সিলর চান্দু মাষ্টারের ছেলে আব্দুল মান্নান (৪১)।

৩০ বছর আগে মৃত ব্যক্তির সাক্ষর জাল করে জমি অধিগ্রহনের

টাকা উত্তোলন

৩০ বছর আগে মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তিসহ ১১ জনের সাক্ষর জাল করে ঝিনাইদহ সদর উপজেলার ধানহাড়িয়া মৌজার জমি অধিগ্রহনের টাকা তুলে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে।

এ ঘটনার প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবে সদর উপজেলার ধানহাড়িয়া গ্রামের মৃত আফছার উদ্দিন খাঁর ছেলে মহিউদ্দিন খাঁসহ তার ১১ ভাই সংবাদ সম্মেলন করেছেন।

অন্যদিকে প্রতিপক্ষ আব্দুল মতলেব খার সন্তানেরা পাল্টা অভিযোগ করে বলেন, ২৮৪ দাগে কেবল তাদেরই জমি রয়েছে। মহিউদ্দীন খাঁর দাবীকৃত জমি সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানী অধিগ্রহন করে নিয়েছে। এদিকে ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবে লিখিত বক্তব্যে মহিউদ্দিন খাঁ অভিযোগ করেন মৃতব্যক্তিসহ ১১ ভাইয়ের সাক্ষর জালিয়াতি করে জমি অধিগ্রহনের টাকা তুলে নেওয়ার পরও অবশিষ্ট জমির সীমানা পিলার উঠিয়ে জোরপূর্বক জমি দখলের চেষ্টা করা হচ্ছে। সেই সাথে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে আমাদেরকে সন্ত্রাসী উল্লেখ করে মিথ্যা অপপ্রচার চালানো হচ্ছে।

লিখিত বক্তব্যে বলা হয় ১৬০ নং ধানহাড়িয়া মৌজায় আর এস চুড়ান্ত ৫২ নং খতিয়ানে ২৮৪ দাগে ৯৬ শতক জমি ছিল। তার মধ্যে আমার পিতার দেওয়া আমার সৎ ভাই আবু বক্কর ও আব্দুল মতলেব খাঁর নামে দলিলকৃত ৭৯ শতক জমি রয়েছে। বাকি ১৭ শতক জমি আমাদের ১১ ভাইয়ের নামে। কিন্তু আমার সৎ ভাই আবু বক্কর ও আব্দুল মতলেব খাঁ একটি গ্যাস কোম্পানীর কাছে আমাদের না জানিয়ে জমি বিক্রি করে আমাদের সাক্ষর জাল করে ক্ষতি পূরণের সরকারী অর্থ হাতিয়ে নেয়। ১৯৮৪ সালে আব্দুল কুদ্দুস খাঁ মারা যান। অথচ ২০১৪ সালে তার সাক্ষর জাল করে টাকা তুলে নেওয়া হয়েছে। এছাড়া বাকি ১০ ভাইয়ের সাক্ষরও নকল করা হয়েছে।

এ ঘটনায় ঝিনাইদহের বিজ্ঞ আদালতে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে, যার মামলা নং-৩০৩/২০। মামলার সমন জারির হওয়ার পর স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে আপোষ রফার পর সৎ ভাই আবু বক্কর ও আব্দুল মতলেব খাঁকে ৭৯ শতক জমি বুঝিয়ে দিয়ে বাকি ১৭ শতক জমিতে পিলার পুতে দেওয়া হয়। কিন্তু গত ২৩ জুন মিমাংসাকৃত ১৭ শতক জমির পিলার উপড়িয়ে জোর পুর্বক দখল করে নেওয়া হয়। এছাড়া সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে সম্মানীয় ব্যক্তিদের নামে অশ্লীল ভাষায়

মিথ্যা অপপ্রচার চালানো হচ্ছে।

এঘটনার সঙ্গে সৎ ভাই আব্দুল মতলেব, শের আলী খাঁ, মুরাদ আলী খাঁর ছেলে দেলোয়ার হোসেন দুলু, কামাল খাঁ ওরফে ফিটু, বিপুল খাঁ জড়িত। এদিকে পোড়াহাটী ইউনিয়ন ভুমি অফিসের ভুমি সহকারী কর্মকর্তা সিরাজুল ইসলামের এক প্রত্যায়নপত্র থেকে জানা গেছে ১৬০ নং ধানহাড়িয়া মৌজার আরএস ৫২ নং খতিয়ানের ২৮১ ও ২৮৪ দাগে ৮০ শতক জমির মুল মালিক হচ্ছে আব্দুল মতলেব খাঁ। তিনি ১৪২৮ বাংলা সন পর্যন্ত খাজনাও দিয়েছেন।

পোড়াহাটী ইউনিয়ন ভুমি অফিস সুত্রে জানা গেছে, ২৮৪ দাগের মোট ৩৩ শতক জমি অধিগ্রহন করা হয়। এরমধ্যে আব্দুল মতলেব খাঁর ৮ শতক, আবু বক্কার খাঁর ১৫ শতক ও আবু বকর খাঁ অন্যজনের কাছে বিক্রিত ১০ শতক জমি। বিষয়টি নিয়ে আনোয়ারুল ইসলাম ফিটু ও দেলোয়ার হোসন খাঁ দুলু জানান, সাক্ষর জালের খবরটি তারা বলতে পারবেন না। ২০১৪ সালের ৭ জুলাই তৎকালীন উপজেলা চেয়ারম্যান আব্দুল আলীমের দেওয়া প্রত্যায়নে ১১ জনের সাক্ষর ছিল। সেটা জাল কিনা তা তদন্তের বিষয়।

পানির ট্যাংকিতে বিষ দিয়ে শিক্ষক পরিবারকে হত্যার চেষ্টা

ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলার উত্তর কচুয়া গ্রামে পানির টাংকিতে বিষ মিশিয়ে এক স্কুল শিক্ষকের গোটা পরিবারকে হত্যাচেষ্টা করা হয়। টের পেয়ে বিষ মিশ্রিত পানি ব্যবহার বন্ধ করে দেন ওই পরিবারটি।

পুলিশ ও ভুক্তভোগী পরিবার সুত্রে জানা গেছে, ২৩ জুন সন্ধ্যার দিকে শৈলকুপার বেনীপুর হাইস্কুলের শিক্ষক দেবাশীষ কুমার বিশাস ও তার ভাই আশীষ কুমার বিশাসের পানির টাংকিতে উচ্চমাত্রার বিষ প্রয়োগ করে। পানির ট্যাপ ছাড়ার পরই বিষ মিশ্রিত দূর্গন্ধ পানি বের হজতে থাকে। বিষয়টি পরিবারের অন্যান্য সদস্যরাও দেখেন। খবর দেওয়া হয় স্থানীয় চেয়ারম্যান সালাউদ্দিন জোয়ার্দ্দার মামুন ও কচুয়া তদন্ত পুলিশ ফাঁড়ির কর্মকর্তাকে। তারা সরেজমিনে ঘটনা পরিদর্শন করেন।

পরিবারটির অভিযোগ ২০০১ সাল থেকেই একটি প্রভাবশালী মহল তাদের সহায়-সম্পত্তি ভোগ দখল করার জন্য নানা ভাবে অত্যাচার করে যাচ্ছে। তার অংশ হিসেবে গোটা পরিবারকে হত্যার ছক কষা হয়। পরিবারটি তৎকালীন জাসদ গণবাহিনীর একটি গ্রুপের দ্বারা উপর্যুপরি নির্যাতনের শিকার হয়েছিল বলেও জানা যায়। বর্তমানে ৬ সদস্যের পরিবারের সবাই চরম নিরাপত্তাহীনতায় সময় পার করছেন।

স্কুল শিক্ষক দেবাশীষ কুমার জানান, তাদের দেশত্যাগে বাধ্য করতে দূর্বৃত্তরা এধরনের অপকর্মে লিপ্ত বলে মনে করি। এ ব্যাপারে ৫নং কাঁচেরকোল ইউনিয়ন চেয়ারম্যান সালাউদ্দিন জোয়ার্দ্দার মামুন জানান, বিষয়টি দুঃখজনক। পুলিশ কর্মকর্তাদের নিয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে ঘটনার সত্যতা মিলেছে।

শৈলকুপা থানার অফিসার ইনচার্জ জাহাঙ্গীর হোসেন জানান, বর্বরোচিত এ ঘটনায় জড়িতদের সনাক্ত করতে সব ধরনের প্রশাসনিক তৎপরতা চালানো হচ্ছে। তিনি বলেন, উত্তর কচুয়া গ্রামের ঐতিহ্যবাহী এ পরিবারটির নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছে। প্রকৃত দোষীদের খুঁজে বের করতে পুলিশ কাজ করছে।

অপহরণের নাটক সাজানো সেই কথিত রহিমা খাতুন উদ্ধার

বিভিন্ন জনের কাছ থেকে টাকা নিয়ে শেষে পরিশোধ না করতে পেরে অপহরণের নাটক সাজানো সেই কথিত রহিমা খাতুন কে উদ্ধার করেছে চুয়াডাঙ্গা সদর থানা পুলিশ। ঢাকার কেরানীগঞ্জ এলাকা থেকে তাকে উদ্ধার করেছে চুয়াডাঙ্গা পুলিশ।

চুয়াডাঙ্গা সদর থানার ওসি আবু জিহাদ ফখরুল আলম খান এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলেন, দামুড়হুদা উপজেলার মজলিশপুর গ্রামের মৃত আবু বক্করের স্ত্রী রাহেলা খাতুন (৬৫) গত ১৯ জুন সন্ধায় সদর থানায় লিখিত অভিযোগ করেন যে, তার মেয়ে রুবিনা খাতুন (৩০) তার স্বামী রাসেল (৩৫) ও তিন সন্তানসহ গত ১৫ জুন দুপুর ১২ টার দিকে নিখোজ হয়ে যায়।

পরবর্তীতে ১৯ তারিখ বেলা সোয়া ৫ টার দিকে রুবিনা তার ০১৭৫৪৬২৯৫৬৯ নম্বর দিয়ে তার ভাই আসাদুজ্জামানকে ০১৭২৩২০৩১১৯ নম্বরে কল দিয়ে বলে তাদের চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল পাড়াস্থ ডিজিটাল মোড়ে সাইদুরের বাড়িতে আটকে রাখা হয়েছে। ওই অভিযোগের ভিত্তিতে চুয়াডাঙ্গা সদর থানার অফিসার ইনচার্জের নির্দেশে এস আই নিতিশ চন্দ্র সেখানে গিয়ে তল্লাশী চালিয়ে ঘটনার কোনো সত্যতা পাইনি।

প্রাপ্ত অভিযোগের বিষয়বস্তুতে যথেষ্ট সন্দেহ হওয়ায় তাৎক্ষনাত বিষয়টা চুয়াডাঙ্গার পুলিশ সুপারকে জানানো হলে তার নির্দেশনায় চুয়াডাঙ্গা সদর থানার অফিসার ইনচার্জের তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশে এসআই নিতিশ চন্দ্র তদন্ত শুরু করেন। চুয়াডাঙ্গা সদর থানা পুলিশের এসআই নিতিশ চন্দ্র ও তার চৌকস টিম গত ২২ তারিখে ভিকটিমের লোকেশন নিয়ে ঢাকার উদ্দেশ্যে ফোর্সসহ রওনা হয়ে তথ্য প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ থানাধীন এলাকা থেকে ভিকটিম উদ্ধার করে বুধবার (২৩ জুন) চুয়াডাঙ্গ সদর থানায় হাজির হন।

উদ্ধারকৃত কথিত অপহৃত ভিকটিমকে ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। এক পর্যায়ে সে স্বীকার করে যে, তাকে কেউ অপহরণ করেনি। সে ও তার স্বামী পাওনাদারদের চাপে এবং ওনাদারদের হাত থেকে বাচার জন্য এই মিথ্যা নাটক সাজিয়েছে।

চুয়াডাঙ্গার নিরাময় ক্লিনিকের মালিক সাইদুরের নিকট থেকে উল্লেখিত কথিত ভিকটিম ও তার স্বামী সম্পূর্ণ প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে তাঁরই নিকট আত্মীয় সাইদুরের কাছ থেকে টাকা ধার নিয়েছিল। সাইদুর পাওনা টাকার জন্য তাকে চাপ দিতে থাকে। এক পর্যায়ে রুবিনা ও তার স্বামী
- রাসেল এই অভিনব নাটক রচনা করে।

শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত কথিত অপহৃত ভিকটিম কে থানা হেফাজতে রাখা হয়েছে।এবিষয়ে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে বলে জানান চুয়াডাঙ্গা সদর থানার ওসি আবু জিহাদ ফখরুল আলম খান।উদ্ধারকৃত রহিমা খাতুন এর বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে তিনি জানান।

পঁচা গম মজুদ করে আটা ময়দা তৈরি! কারখানা মালিককে লাখ টাকা জরিমানা

কুষ্টিয়ায় পঁচা গম রাখার অপরাধে সি,আর,পি ফ্লাওয়ার মিলের মালিককে ১ লক্ষ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। এছাড়া ও ৪৮ ঘন্টার ভিতরে এই পচাগম অপসারণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বুধবার দুপুরে শহরের বড় ষ্টেশন এলাকার কবি আজিজুর রহমান রোড সংলগ্ন সি,আর,পি ফ্লাওয়ার মিল মালিককে পচা গম রাখার অপরাধে এই জরিমানা করা হয়েছে।

এর আগে র্যাব-১২, সিপিসি-১, কুষ্টিয়া ক্যাম্পের কোম্পানী কমান্ডার মেজর মাহফুজুর রহমান এবং কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিষ্ট্রেট সবুজ হাসান এর নেতৃত্বে র্যাবের একটি অভিযানিক দল কুষ্টিয়া জেলার সদর থানাধীন কবি আজিজুর রহমান সড়ক সংলগ্ন মেসার্স সি,আর,পি ফ্লাওয়ার মিলে দীর্ঘ দিন যাবত পঁচা গম দিয়ে, আটা, ময়দা, সুজি তৈরী করে আসছে এমন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান পরিচালনা করে। পরে ভ্রাম্যমান আদালতে এ জরিমানা আদায় করা হয়।

ভ্রাম্যমান আদালতের বিচারক কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিষ্ট্রেট সবুজ হাসান জানান, পঁচা গম রাখার অপরাধে শহরের বড় ষ্টেশন এলাকার কবি আজিজুর রহমান রোড সংলগ্ন সি,আর,পি ফ্লাওয়ার মিল মালিক সৌরভ পালকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন এর ২০০৯ এর ৪৩, ৫২ ও ৫৩ ধারার অপরাধ মোতাবেক এক লাখ টাকা জরিমানা আদায় করা হয় এবং ৪৮ ঘন্টার ভিতরে পচা গম অপসারণের নির্দেশ দেওয়া হয়।

কুষ্টিয়া র্যাব-১২ সিপিসি-১ এর ক্যাম্পের কোম্পানি কমান্ডার মেজর মাহফুজ বলেন, আমরা সোর্স মাধ্যমে জানতে পারি এখানে পঁচা গম দিয়ে আটা,সুজি,ময়দা প্রস্তুত চলছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে আমরা মিলটিতে অভিযান পরিচালনা করে সত্যতা পাই। সত্যতা পেয়ে মিল মালিককে ১ লক্ষ টাকা জরিমানা করা হয়েছে এবং ৪৮ ঘন্টার মধ্যে এই পচা গম মিল থেকে অপসারণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কুষ্টিয়ায় খাদ্যে ভেজালের সন্ধান মিললেই আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত

থাকবে।

আলমডাঙ্গায় ফাঁড়ি পুলিশের অভিযানে ৫ মাদকসেবী আটক, মোবাইল কোর্টে জরিমানা

আলমডাঙ্গায় ঘোলদাড়ি ফাঁড়ি পুলিশ অভিযান চালিয়ে পাইকপাড়া থেকে ৫ মাদকসেবীকে আটক করেছে। গত সোমবার রাত ৯ টার দিকে পাইকপাড়া মাঠ থেকে তাদের আটক করে। মঙ্গলবার আটকৃত ৫ জনকে মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে ৫ শত টাকা করে জরিমানা করেছে।

জানাগেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার আইলহাঁস ইউনিয়নের রায়লক্ষিপুর গ্রামের কাসেম আলির ছেলে খোকন (২৮), ঘোলদাড়ি গ্রামের জাহাঙ্গীর হোসেনের ছেলে রাজিব (২৩), হোসেনপুর গ্রামের জাকির হোসেনের ছেলে মামুন হোসেন (১৮), ছের আলির ছেলে হিরণ (২৪), হামিদুল ইসলামের ছেলে রকি (২১)।

গত সোমবার ৫ যুবক রাতে পাইকপাড়া মাঠের মধ্যে গাঁজা সেবন করছিলো। ঘোলদাড়ি ফাঁড়ি পুলিশ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান পরিচালনা করলে তাদের আটক করে। আটকৃত ব্যক্তিদের নিকট থেকে মাদকদ্রব্য সেবনের সরাঞ্জাম উদ্ধার করে। ঘোলদাড়ি ফাঁড়ি পুলিশ তাদের রাতেই আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের নিকট হস্তান্তর করে।

মঙ্গলবার সকাল ১০ টার দিকে আলমডাঙ্গা সহকারি কমিশনার ভূমি হুমায়ন কবিরের নিকট নিলে তাদের প্রত্যেককে ৫ শত টাকা করে ২৫ শত টাকা জরিমানা করেন।

কুষ্টিয়া র্যাবের অভিযানে গাঁজা ব্যবসায়ী আটক

কুষ্টিয়ার মিরপুরে র্যাবের অভিযানে গাজাসহ জিল্লুর রহমান নামে এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করা হয়েছে। শুক্রবার বিকেলে মিরপুরের ছাতিয়ান গ্রামে এ অভিযান পরিচালিত হয়।

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে র্যাব ১২ সিপিসি-১ কুষ্টিয়া ক্যাম্পের একটি চৌকষ আভিযানিক দল ছাতিয়ান গ্রামস্ত বটগাছের সামনের পাকা রাস্তার উপর থেকে তাকে আটক করা হয়। আটককৃত জিল্লুর রহমান ছাতিয়ান গ্রামের ছানাউল্লাহর ছেলে।

এ সময় তার কাছ থেকে ৫৮০ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করা হয়,যার আনুমানিক মূল্য প্রায় এগার হাজার টাকা। তাছাড়া তার কাছ থেকে সীমকার্ডসহ একটি মোবাইল ফোনও আটক করা হয়।

উদ্ধারকৃত আলামতসহ উক্ত আসামীর বিরুদ্ধে মিরপুর থানায় একটি মাদক মামলা দায়ের করা হয় এবং আসামীকে মিরপুর থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

মুজিবনগরে করোনা প্রতিরোধে উপজেলা প্রশাসনের অভিযান অব্যাহত

মুজিবনগর উপজেলায় করোনা সংক্রমন বৃদ্ধি পাওয়ায় জেলা প্রশাসনের বিশেষ বিধিনিষেধ কার্যকর করতে বিধিনিষেধের তৃতীয় দিনেও দিন ব্যাপি কঠোর অভিযান পরিচালনা করছে উপজেলা প্রশাসন।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় মুজিবনগর উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট নাজমুল আলম বিভিন্ন গ্রামে এ অভিযান পরিচালনা করেন। অভিযান চলাকালীন যারা সরকারী নির্দেশনা মানছে না

তাদের মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে জরিমানা করা হয়।

মুজিবনগর উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট নাজমুল আলম জানান, জেলা করোনা প্রতিরোধ কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বৃহস্প্রতিবার মেহেরপুর জেলায় করোনা প্রতিরোধে বিশেষ বিধিনিষেধ আরোপের তৃতীয় দিন।

মুজিবনগর উপজেলায় প্রশাসনের দৃঢ় অবস্থানের কারণে বিকাল ছয়টার পর পুরো উপজেলায় দোকানপাট মোটামুটি বন্ধ থাকতে দেখা গেছে। তারপরও যেখানে খোলা ছিল সেখানে দোকানগুলি বন্ধ করা হয়েছে ও প্রয়োজনে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় আনন্দবাস, বাগোয়ান,ভবেরপাড়া, সোনাপুর বাজার প্রভৃতি এলাকায় মোবাইল কোর্ট পরিচালিত হয়। এসময় দন্ডবিধি ১৮৬০ এর ২৬৯ ধারায় ৩ টি মামলায় ৫ জনকে মোট ২০০০ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। সার্বিক সহায়তা প্রদান করে মুজিবনগর থানা পুলিশ ফোর্স ও সার্টিফিকেট সহকারী মনিরুল ইসলাম।

আলমডাঙ্গার জেহালায় ভ্রাম্যমান আদালতের অভিযানে ৩ ব্যবসায়ীকে জরিমানা

আলমডাঙ্গার জেহালা বাজারে ভ্রাম্যমান আদালতের অভিযানে ৩ ব্যবসায়ীকে জরিমানা করা হয়েছে। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাদ্য বিক্রির অভিযোগে হোটেল ব্যবসায়ী ও প্রতিষ্ঠানে স্বাস্থ্য বিধি না মানায় বস্ত্রালয়ে বৃহস্পতিবার বিকেলে ৩ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

জানা গেছে,আলমডাঙ্গার সহকারী কমিশনার ভূমি হুমায়ন কবির বিকেলে জেহালা বাজারে ভ্রাম্যমান আদালতের অভিযান পরিচালনা করেন। অভিযানে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাদ্য সামগ্রী বিক্রি ও পরিবেশন করার দায়ে মদন মোহন মিস্টান্ন ভান্ডারের মালিক উজ্জল অধিকারীকে ২ হাজার টাকা, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে স্বাস্থ্য বিধি না মেনে খরিদ্দার নিয়ে

বেচাকেনার সময় মায়ের দোয়া বস্ত্রালয়ের মালিক শিমুল হোসেনকে ৫শ’ টাকা ও একই অপরাধে আরেক ব্যবসায়ীকে ৫শ’ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা কালে উপস্থিত ছিলেন একদল পুলিশ ফোর্স।